দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ২৮।৮।৭২ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

শিক্ষকের মান ঃ প্রশিক্ষণের অভাব

ইত্তেফাকের 'পথে-প্রান্তরে' শীর্ষক সাম্প্রতিক এক উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এই জন্য ইত্তেফাক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। উপ-সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, অধিকাংশ শিক্ষকের মান আশাব্যঞ্জক নয়—ইহা অতি সত্য কথা; কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, বর্তমানের চাকুরী কাঠামোর মধ্যে মেধাবী শিক্ষকের স্থান আছে কি? রেজাল্টের ভাল-খারাপ নির্বিশেষে সহকারী শিক্ষকদের একই পাল্লায় ওজন করা হইতেছে। সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির সম্ভাবনা একেবারেই সীমিত। পনের বৎসর চাকুরীর পর প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকে। তদুপরি এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে বদলীরও বিশেষ কোন সুবিধা নাই, অধিকাংশ শিক্ষককেই সহকারী শিক্ষকরূপে চাকুরীতে যোগদান করিয়া সহকারী শিক্ষকরূপেই অবসর গ্রহণ করিতে হয়। এই যখন অবস্থা, তখন মেধা ও মান আশা করাটা একটু বেশী আশা নয় কি?

প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ৫ হইতে ৬টি নিয়মিত পিরিয়ড নেওয়ার পরও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অতিরিক্ত পিরিয়ডে শিক্ষাদান করিতে হয়। তদুপরী শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যাও গড়ে ৫০ হইতে ৬০ জন। তাই এই সব দিকও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

—শওকৎ আলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৬/

40